অবসর

রফিক হাসান

আপনি কি অবসরের কথা ভাবছেন? কাজের ফাঁকে অবসরের কথা বলছি না, বলছি পরিণত বয়সে অবসরে যাবার কথা। রবি ঠাকুর নবীনের জয়গান গাইতে গিয়ে বুড়োদের বলেছেন 'চক্ষুকর্ণ ঢাকা' এবং 'আধ-মরা'। সখ করে ওই দলে কে যোগ দিতে চায়? আমিতো চাইনা। কিন্তু আমরা চাইনা বলে জীবন থেমে থাকবে না, বয়ে যাবে বহতা নদীর মত। তাই নিজের অজান্তেই একদিন দেখবেন জীবন সায়াহ্নে পৌঁছে গেছেন। এসব কথা ভেবেই সিডনীর পঞ্চাশোর্ধ নারী-পুরুষদের নিয়ে আনন্দঘন এক অনুষ্ঠান আয়োজন করেছিল বাংলাদেশ ফোরাম ফর কমিউনিটি এনগেজমেন্ট। অনুষ্ঠানের নাম ছিল 'ফিফটি প্লাস'। উদ্দেশ্য পঞ্চাশোর্ধ বয়সের বিভিন্ন অভিজ্ঞতা বিনিময়। অনুষ্ঠানে অবশ্য অত্যুৎসাহী ক'জন চল্লিশোর্ধকেও দেখা গেছে। আমি নিজেই তাদের একজন। আমার মনের বাসনা অবসর জীবনটা বন্ধু বান্ধবদের সান্নিধ্যে কাটানোর। আপনাদেরও এর ব্যতিক্রম হবার কথা নয়। অকালমৃত্যু না হলে আমাদের সবার জীবনেই এমন একটা সময় আসবে যখন দূর-দূরান্তে বেড়িয়ে বন্ধুদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা হয়তো সম্ভব হবে না। তখন কাছে থাকা মানুষটিই হবে আপনার সত্যিকারের কাছের মানুষ। এই ধারনা থেকেই বোধ করি এদেশের বয়োবৃদ্ধরা তাদের অবসর জীবন কাটায় অবসর পল্লী বা 'রিটায়ার্মেন্ট ভিলেজে'।

সেদিনের অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়েছিল এমনি এক ভিলেজে। Rochford Place Retirement Village –এর পৃষ্ঠপোষকতায় অনুষ্ঠানটি আয়োজন করা হয় ভিলেজের ক্লাব হাউসে। অংশগ্রহনকারী সবাই ক্লাব হাউসের পরিবেশ দেখেই মুগ্ধ হয়ে যান। অবসর বিনোদনের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ। তাৎক্ষণিকভাবেই অনেকে অবসর জীবন এমন পরিবেশে কাটানোর পক্ষে মত দেন। এরপর ভিলেজের অন্যান্য অংশ সবাইকে ঘুরিয়ে দেখানো হয়। উপস্থিত সবাই ভিলেজের পরিবেশ ও সুযোগ-সুবিধার প্রশংসা করেন। ভিলেজ কর্তৃপক্ষ আমাদের কমিউনিটির সদস্যদের সাথে যৌথ উদ্যোগে শুধুমাত্র আমাদের কমিউনিটির জন্য একটি অংশ নির্মাণের আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করেছে। এ বিষয়ে আরো বিস্তারিত জানতে হলে অনুগ্রহ করে ড. আব্দুল হকের (০৪২৫ ২৬০ ২৩৯) সাথে যোগাযোগ করুন।

Rochford Place Retirement Village – এর সাথে যৌথ উদ্যোগেই হোক আর আমাদের কমিউনিটির সম্পূর্ণ নিজস্ব উদ্যোগেই হোক অবসর জীবন যাপনের উদ্দেশ্যে একটা সুপরিকল্পিত আবাসন প্রকল্প নিয়ে ভাববার সময় এখনই।'ফিফটি প্লাস' অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই ভাবনার সূত্রপাত ঘটানো হয়েছে। আমাদের সমবেত প্রচেষ্টায় একদিন এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হবে এই আমার বিশ্বাস।